জেনেরিক নাম আবশ্যিক, কড়া হচ্ছে নয়াদিল্লি

এই সময়: বার বার অনুরোধের পরও ডাক্তারদের একাংশের মধ্যে জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার অনীহা দূর করতে আরও কড়া হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

এ বার এমসিআইয়ের নির্দেশিকায় সংশোধনী এনে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কড়াকড়ি করতে চলেছে। ধোঁয়াশা কাটাতে নতুন নির্দেশিকায় বিশেষ কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা যে বাধ্যতামূলক, সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হবে। রসায়ন ও সার মন্ত্রকের মন্ত্রী অনন্ত কুমার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, সংশোধিত নির্দেশে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ থাকবে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ লিখলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে সেখানে লিখিত ভাবে কারণ জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাড়তি সক্রিয়তার কারণ, নিয়ামক সংস্থা এমসিআইয়ের কড়া নির্দেশিকা সত্ত্বেও আইনের অস্পষ্টতার অজুহাত দিয়ে চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ এখনও ওষুধের জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লিখছেন না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে অনিয়ম কিছুটা কম হলেও, বেসরকারি হাসপাতালে এই নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরোনো অভ্যাসই জারি রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক আগে থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে কম দামে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সরকারি হাসপাতালে জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা

শীঘ্রই নির্দেশিকা

বাধ্যতামূলক হয়েছে ২০১৩ সাল থেকেই। অনেক চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই নিয়মিত পদক্ষেপ করা হচ্ছে নিয়ম না মানার জন্য। তবে সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে এই নিয়ম জারি থাকলেও বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের ক্ষেত্রে তা চালু নেই। সেই সমস্যা মেটানো সম্ভব হত, যদি বেসরকারি হাসপাতালগুলো এ নিয়ে পদক্ষেপ করত। তবে শহরের অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল এখনও লিখিত ভাবে চিকিৎসকদের জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার কোনও নির্দেশ দেয়নি। ব্যতিক্রম মিন্টো পার্কের একটি বেসরকারি হাসপাতাল। ওই হাসপাতালের সিইও প্রদীপ ট্যান্ডন বলেন, 'আমরা প্রত্যেক ডাক্তারকেই আলাদা করে জানিয়েছি যে, প্রথমে জেনেরিক নাম এবং পরে ব্যান্ড নাম লিখতে।' বাইপাসের ধারের এক হাসপাতালের কর্তা তা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'এমসিআইয়ের নির্দেশ আছে। তবে কনসালট্যান্টদের আমরা এখনও কিছু জানাইনি। কেউ কেউ জেনেরিক নাম ও ব্র্যান্ড নামে ওষুধ লেখেন। তবে আলাদা করে কিছু জানানো হয়নি।' খিদিরপুরের একটি কর্পোরেট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্তাও মেনে নিয়েছেন যে, সরকারি ক্ষেত্রে এ নিয়ে হইচই হলেও, বেসরকারি হাসপাতালগুলি এই নির্দেশ জারি করার ব্যাপারে আলাদা করে চিন্তাভাবনা কখনওই করেননি। সবমিলিয়ে প্রায় প্রত্যেক হাসপাতাল কর্তারই বক্তব্য, হাসপাতালে যাঁরা রোগী দেখেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাঁদের আলাদা করে জানানোর প্রয়োজন নেই।

এমসিআইয়ের কর্তাদের অবশ্য অন্য মত। এমসিআইয়ের সহ সভাপতি সি ভি ভিরমানানধামের মতে, 'চিকিৎসকদের প্রাথমিক ভাবে জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতেই হবে। সঙ্গে ব্র্যান্ড নাম লিখতে পারেন। কোথাও শুধু ব্যান্ড নাম লেখা যাবে না।' একইরকম ভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, চিকিৎসকদের বাধ্যতামূলক ভাবে জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতেই হবে। যদি প্রেসক্রিপশনে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ লেখা হয়ে থাকে তা হলে, সেখানে তার ব্যাখা থাকতে হবে। তা না থাকলে শাস্তি হতে বাধ্য। অনিয়ম হয়ে থাকলে, তা খতিয়ে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিল ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে। সরকারি হাসপাতালের পর বেসরকারি হাসপাতালেও যে অভিযান শুরু হবে, সে ইঙ্গিতও দিয়েছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। সংগঠনের সভাপতি নির্মল মাজি বলেন, 'নিয়ম সরকারি, বেসরকারি সব হাসাপাতলের জন্যই এক। সব জায়গাতেই নজরদারি চালানো হবে।'

Ei-Samay on 15.05.2017